সিড ফাইন্যান্সিং উইং এর কার্যক্রম

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের কর্মপ্রত্যাশী ১৮-৩৫ বছর বয়সী যুবজনগোষ্ঠিকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ঋণ সহায়তা প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণে নিয়োজিত করছে। যুবদের শোভন কর্মসৃজনের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তিন ধরণের ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

০১. আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি (ব্যক্তিভিত্তিক ঋণ)
০২. পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি (গ্রুপ ঋণ)
০৩. যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি

❖ **আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি (ব্যক্তিভিত্তিক ঋণ):**

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষিত যুবদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প স্থাপনের জন্য প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে স্টার্টআপ ক্যাপিটাল হিসাবে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। এই ঋণের পরিমাণ প্রশিক্ষণ ও প্রকল্পভেদে ১.০০ লক্ষ টাকা হতে ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। প্রকল্পভেদে ঋণের অর্থ ২৪ থেকে ৪৮ টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। যুবদের গৃহীত প্রকল্প উৎপাদনে আনার সুযোগ তৈরি করার জন্য ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হয়। ঋণের সার্ভিস চার্জ ৫%। দেশের সকল উপজেলায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

❖ **পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি (গ্রুপ ঋণ) :**

প্রান্তিক যুবজনগোষ্ঠি যারা পশ্চাদপদতার কারণে অধিদপ্তরের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ সুবিধা নিতে পারে না, তাদেরকে স্ব স্ব অবস্থানে রেখে একই পরিবার বা নিকটতম প্রতিবেশীর পরিবার হতে কর্মক্ষম ৫ জনকে নিয়ে গ্রুপ তৈরি করে আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হতে এ ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। ৪ থেকে ৬ টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠন করে, কেন্দ্রের মাধ্যমে সকল সদস্যকে একযোগে ঋণ প্রদান করা হয়। প্রতি সদস্যকে ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়। সুবিধাভোগীদেরকে সার্ভিস চার্জসহ ঋণের অর্থ ৫২টি পাক্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হয়। ঋণের সার্ভিস চার্জ ৫%। পোভার্টি ম্যাপ অনুযায়ী দেশের অনগ্রসর ৩৫০টি উপজেলায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

❖ **যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি :**

অধিদপ্তরের ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে যারা সফল আত্মকর্মী হয়েছে তাদের উদ্যোক্তায় পরিণত করার লক্ষ্যে ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ৮টি বিভাগীয় জেলায় ''যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি'' চালু করা হয়েছে। গত ৫ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত ঋণ বিষয়ক নীতি নির্ধারণী স্টিয়ারিং কমিটির ১২ তম সভায় সারা দেশের সকল উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসরাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় একজন সফল আত্মকর্মীকে উদ্যোক্তায় উন্নীত করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণের সার্ভিস চার্জ ৫%। ঋণের অর্থ ৪৮টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়।

- **ঋণের সিলিং**

  অপ্রতিষ্ঠানিক- ১ম দফায় ১.০০ লক্ষ টাকা, ২য় দফায় ১.৫০ লক্ষ টাকা,

  প্রতিষ্ঠানিক- ১ম দফায় ১.৫০ লক্ষ টাকা, ২য় দফায় ২.০০ লক্ষ টাকা;

  পরিবারভিত্তিক ঋণ- ১ম দফায় সদস্য প্রতি ৩০ হাজার টাকা, ২য় দফায় ৪০ হাজার টাকা:

  যুব উদ্যোক্তা ঋণ- ৫.০০ লক্ষ টাকা;

- ঋণ পরিশোধের গ্রেস পিরিয়ড বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ৬ মাস;
- সকল উপজেলা এবং ইউনিট থানায় যুব উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়;

- **ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি:**

আত্মকর্মসংস্থান ঋণ---------- ৪৮ মাস
পরিবারভিত্তিক ঋণ ---------- ২৪ মাস
যুব উদ্যোক্তা ঋণ---------- ৪৮ মাস

❖ **অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ সুবিধা প্রদান।**

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রতিবছর ৩ লক্ষাধিক যুবক ও যুব-নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব তহবিল হতে প্রতিবছর প্রায় ৪০ হাজার যুবকে ১৫০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। ঋণ তহবিল স্বল্পতার জন্য প্রতিবছর মোট প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্য থেকে মাত্র ১৩% যুবকে অধিদপ্তরের নিজস্ব তহবিল দ্বারা ঋণ প্রদান সম্ভব হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণের সিলিং ৪০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা, যা দ্বারা বর্তমানে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। এছাড়াও ঋণের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিন দফার পরে কোন যুবকে ঋণ প্রদানের সুযোগ থাকে না।

প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে যারা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ সুবিধার বাইরে থেকে যায় অথবা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে অল্প পরিমাণ ঋণ নিয়ে যারা পুঁজির অভাবে সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারছে না, তাদেরকে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং এনআরবিসি লিমিটেডের সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিত যুবদের সহজ শর্তে জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা পেতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

❖ **ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:**

১. মূল ঋণ তহবিল (Seed Money) : ১৬৬.৫২ কোটি টাকা
২. মোট ঋণ তহবিল (ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল : ৪৭১২৫.১৭ কোটি টাকা
৩. ব্যাংক স্থিতি : ১৭৪.৩৬ কোটি টাকা
৪. মোট উপকারভোগীর সংখ্য : ১০ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬৯৭ জন
৫. ক্রমপুঞ্জিত বিতরণ : ২৭১৪.৫৩ কোটি টাকা (ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে)
৬. আদায়ের হার (ক্রমপুঞ্জিত) : ৯৬%
৭. কিস্তি খেলাপী : ১১.০৫ কোটি টাকা
৮. ঋণ খেলাপী : ৯১.৪৯ কোটি টাকা
৯. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা : ২৮৮০০ জনকে ১৪০.০০ কোটি বিতরণ করা।
অর্জন (জুন'২৫ পর্যন্ত) : ২৬৬১২ জনকে ১৫২.৭১ কোটি টাকা
১০. ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা : ৩৩০৪৪ জনকে ৩৩৯.৮১ কোটি বিতরণ করা হবে।
অর্জন (জুলাই'২৫ পর্যন্ত) : ১৯৮ জনকে ১.৩৫ কোটি টাকা